প্রকাশক :
কৃত্তিবাস প্রকাশনী
৩২।২ যোগীপাড়া রোড
কলকাতা ২৮

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ ১৩৬২

মুদ্রক :
মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন
কলকাতা ৬

কবিতা এবং কবিতা

কবিতা এবং কবিতা

সূচীপত্র

অভীপ্সা

বেশী নয়, চেয়েছিলে এই শুধু :
বিকেলের সরোবরে স্বপ্নের সৌগন্ধ্যভার,
উদ্ধত সরলতরু, জলের উপরে নত শাখার চুম্বন।
কোলাহল নিবে এলে
গভীর আয়ত চোখ একেকটি দ্বার খুলে
অনায়াসে নিয়ে যাবে কুঞ্জের গোপনে।
বিস্রস্ত আঁচলে ঢেউ, উদ্দাম অলকে দ্যুতি,
মধু ওষ্ঠাধরে।

কৈশোরকে বিদায় দেওয়া ভার

কৈশোরকে বিদায় দেওয়া ভার ।
'গান এই কাছে এই দূরে --
উৎসুক বনস্থলী, ধ্বনিত পাহাড় ।
হবে না হবেই শেষ রূপকথাভরা রাত, ঘুমের ভিতর ডাক
ভোরের কাকলি
আবার উজ্জ্বল বৃষ্টি, দুরাশের মেঘ ছেঁড়ে ক্ষিপ্র তলোয়ার ।

হা রে এমনিই যাবে দিন ভেবেছিলে যৌবনের অফুরান রঙ্গ
রাত্রি হবে উত্তেজক দক্ষিণ উরুতে কণ্ঠ পিচ্ছিল রূপসী :
শয্যার উপান্তে দেখি অতল মূর্ছিত শূন্য—
নিঃশব্দ গর্জন,
অন্ধকারে জলে নেভে বাসনার বৃন্তহীন ফুল :
স্ফুরিত অধর নয় অনায়ত্ত সুন্দরীর,
অসীম সমুদ্রতটে প্রথম বিস্ময়ে জাগা
অনিশ্চিত কিশোরের দৃষ্টি-উপহার ।

অভিজ্ঞান

শুকতারা, আজো তুমি অভিজ্ঞান তরুণ প্রেমের :
অবিস্মরণীয় রাত্রি
তেমনি আড়াল খোঁজে গোরস্থানে রোমাঞ্চিত প্রেমিক যুগল।
স্বপ্নচলনের নৌকা
স্রোত বেয়ে আজো যায় উদ্দাম বাতাসে ;
লজ্জিত উপরে তারি সাঁকোর মিলানে দুই ছায়ার চুম্বন।

আঁচ লেগেছিল মনে ভালোবেসে আঁধারের স্বতঃপ্রভ মেয়ে :
কামুক শরীরে থাকে নবনীত বুক লুটে জাগে আছে বাকি—
ব্রীড়ার মাধুর্য রূপ, সচল বিমুক্ত ভঙ্গী, অনঙ্গ বিলাস
নৈঃশব্দ্যে তুলেছে স্বর, স্বরের তরঙ্গ ফেটে আলোর বর্ণালী।

পাছে ম্লান হয় এই অবাক তরুণ কান্তি—দিয়েছে যা আকাঙ্ক্ষার বেশি
রোমহর্ষ কেটে গেলে তুষারের স্তূপ থাকে—নির্বাপিত শিখা
চাই সব ধরে রাখি—বন্দী করি চিরকাল ছন্দের মন্দিরে ,
বয়স ছোঁবে না যাকে কোনদিন জরাস্পৃষ্ট পরুষ আঙুলে।
ফুলের উৎসার গন্ধ, যৌবনের অধিবাস
শুকতারা সন্ধ্যাতারা অনিমেষ জেগে আছে সীমান্ত শিখরে।

ডাল হ্রদে

ছপ ছপ দাঁড়ের আঘাতে জল বেয়ে চলে অল্পবয়স্ক নৌকার চালক,
ঝিলামের তোড় থেকে আকাঙ্ক্ষার স্থির স্রোত মুগ্ধ সরোবরে :
চুপচাপ শরশর সবার অলক্ষ্য সেই নিবিড় নিশিতে।

দূরে দূরে শিকারার দীপবিন্দু,
বায়ুস্তর চিরে বাজে নৌকায় বাঁশরী।
বিকম্পিত দৃশ্যাবলী , যেন স্বপ্নে দোলযাত্রা—
ছন্দ রেখে দাঁড় ফেলে মায়াবী বালক :
আভাসিত মুখরেখা, চুলের জটিলে লেগে নীল তারা মণি :

অস্ফুট বিস্ময় তব জ্যোৎস্নার হিল্লোলে।
কৌতুকে আপন প্রিয় খেলনার মতো বাম হাতে তুলে দিলো
রঞ্জিত ক্ষেপণী।
আনাড়ির নৌকা বাওয়া।
সেখানেই রইলো তরী লতাগুল্ম-পাশে।
ধূ ধূ জল ······ আলো ছায়া ঘিরে থাকে শরীরে নিলীন রাত্রি,
রাত্রির শরীর ,
প্রাণের প্রাচুর্য যেন শিকারায় মেলে দেয় ফুলের অঞ্জলি ;

তুষারের ঊর্ধ্বে লঘু উঠে আসে চাঁদ।
পাহাড় সবুজ হয় নীলা-পান্না জল।
ফুলের অধরে পীত কিশোরের হাসি।

স্তব্ধ মহাকাল যেটা পাহাড়ের ছায়া
মূর্ছিত সায়রে।

যেমন স্রোতের তোড়

যেমন স্রোতের তোড়, তত প্রখর বাতাস।
সে-ই জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে
কাতর দাঁড়িয়ে থাকা ঘাটের কিনারে।

পারবো কি তুলে দিতে অমন শূন্যের মুখে
ব্যথার কবিতা-শিল্প—সাধের তরণী।

যেখানে উৎস হোক, যত দূরে থাক কেন মুছিত মোহানা,
কেবল চৌদ্দ তাল, সময়ের থেকে বেগ⋯ ⋯নদীর যৌবন।

সলিলে উন্মেষ যার, হয়তো বা জলে হবে লয়,
ভেদ করে চলি সেই ছেদহীন ক্লান্তি রোল
শব্দ সেই শ্রাবণের—প্রত্যাবৃত্ত পাখি।

অন্ধকূপেও অশেষ সন্ধ্যায়
শুধু দৃঢ় একাগ্র ত্রিমূর্তি করে
জলময় পৃথিবীর বিপুল আরতি।

মিতভাষণ

"বিকেলে বিষণ্ণ সুর। উঁচু টিলা থেকে যতখানি দেখা যায়
নদীর বাঁকের চক্র সবুজ শহর ঘুমন্ত না থেকে ভোরে জমাট আঁধারে।"

"সকালে আসো নি কেন। কুয়াশার মধ্যে চলা স্বপ্নচারিণীর মতো।
এই যে পথটা ঘুরে পাহাড়কে বেড়ে, আমার কেশরী ঘোড়া নীল খুরে
ধুলো তুলে
এই পথে নিয়ে গেছে অবাক আলোতে।"

"সকালে বেরোবো কই: গভীর অস্পষ্ট গানে ঘুম ছুটে গেলে দেখি
তোমার জানালা বেয়ে পুষ্পল লতায় দোলে হরেক চিত্রিত পাখি।
টেবিলের পরে খোলা নিসর্গবিলাসী চীনদেশী কবিদের—কাল
রাতে রেখে গেছ
ইচ্ছে ক'রে তুমি নাকি।"

"দুজন প্রেমিক আজো হাতে হাত বেঁধে চলে উপর-পাহাড়ে।
ওদের নৃত্যভঙ্গী—
উর্মিল ঝর্ণার খুশি সোনাগোলাপ বনে বনে। ওরা কি আড়াল খোঁজে
দুরূহ চূড়ার দিকে, অবাধ আকাশে। আমার তো মনে হয়
ওরা বুঝি জেনে গেছে ভালোবাসা নীল রঙ—আকাশের মতো মুক্ত
অজানা সুদূর।"

"এ তোমার স্বপ্ন শুধু। নয়নাভিরাম হোক, নীল নয়, প্রেম
সে যে গাঢ় দীপ্র লাল:
অন্ধকারে জ্বলে থেকে বাসনার তীব্র রাঙা ফুল। যদিও আমরা চলি
সেই আলো লক্ষ্য ক'রে—
বেড়ে উঠি না কি তবু আলোকলতার মতো একটি প্রেমের সীমা
টবের কিনার ছেপে,

নায়ক সূর্যের দিকে। এক প্রেম থেকে শুধু অন্য প্রেমে যেতে হৃদয়ে প্রাচুর্য যতো
চাই যেন ভ'রে তায় বিচ্ছেদের ফাঁকটুকু।"

"নির্ভর কেবল নয় প্রেমে। মনের প্রসার যদি অগাধ আকাশ হ'য়ে
না পায় প্রচ্ছায়া খুঁজে রেখামাত্র থাকে। ভয় পাছে সর্বস্বান্ত হই
সেই অসম্ভব প্রণয়ের শেষে : কাটা হাত থাকে পিছে
অনিবার্য স্রোত নেয় পাতাল আঁধারে। শুধু ভালোবাসা নয়,
বিস্তৃত দিগন্ত আছে, আছে তার ডাক।"

"কিন্তু সব মিশে গিয়ে প্রাণোজ্জ্বল গঙ্গা যেন অবিশ্রান্ত ঝ'রে পড়ে।
গোপনে সংহত করে প্রতিটি ব্যর্থতা ক্ষতি বারংবার অপচয়
ক্ষতি আর থাকে না যে ক্ষতি।"

সম্ভাষণ

অন্ধকারে আঁচড়িয়ো না চুল।
তারা খসে পড়বে নিঃশব্দ চারধারে।
এক-একটা নক্ষত্রবীজ থেকে জন্ম নেবে ভীষণ দুঃস্বপ্ন।
অগাধ দুঃখের মতো ফাঁকা, একক মৃত্যুর মতো নিঃসঙ্গ।

বরং আলোতেই এসো।
খানিক তোমাকে দেখি।
জোছনাই ঘিরে থাক আনম্র তোমার রূপ,
সুমুখ চিত্রিত স্তন, লোহিত অধর।
চুলের সৌরভে হোক উন্মথিত প্রাণ মন......
জাহাজ ভাসানো যেন সমুদ্রে তোমার :
আঁধার সঙ্গীত এক সঞ্চারিত সারা দেহে শিরায় শিরায়,
আত্যন্তিক উন্মাদনা পুষ্পিত নিপুণ শিল্প মৃত্যুর শিখরে।

স্বগতোক্তি

এমন সময় আসে যদি। যখন বিনিদ্র রাতে যন্ত্রণার শেষ প্রান্তে
মনে হয় সব ব্যর্থ, দেবতারা বুঝি মৃত, শাসির কিনারে দেখি
নিষ্কম্প উদাস মূর্তি, নিষ্পলক দুই চোখে কঠিন আহ্বান
জ্বলে : দ্বিধাহীন যাবো নাকি তখনি সমস্ত ফেলে
জ্যোৎস্নার ধু ধু মরু বিশাল চত্বরে। আমার রিক্ততা যত
সঞ্চিত ক্রন্দনরাশি মুহূর্তে উচ্ছ্রিত হবে আতেজিয় উৎস মেঘ চন্দ্রাতপতলে।

নিরাবেগ তার মুখ, উত্তরবিহীন ঠোঁটে
প্রতিহত হয়ে ফেরে একে একে প্রশ্নগুলি। নিজেরই অজানতে যেন
কখন নিঃশেষ-শক্তি আপনাকে সঁপে দিই হিম-আলিঙ্গনে।
জ্যোৎস্নায় দীপ্ত বালি :
অনুগামী দেখি আমি ছায়া পড়ে নাকো তবু আমার নায়ক চলে
অমোঘ মন্থর গতি শূন্যের গভীরে।

যেন দুই কাষ্ঠখণ্ড অসীম সাগরে, একবার মুখোমুখি ঢেউয়ের চূড়ায় ;
তুমুল তরঙ্গ এসে পরক্ষণে করে দেয় বিচ্ছিন্ন সুদূর ।
পলাতক দণ্ড পল, পিচ্ছিল মুহূর্তগুলি । এখনি সচল হবে
প্ল্যাটফর্মে স্পন্দমান ক্রূর লম্বা ট্রেন ।
রইবে সম্বল পিছে কাগজে আঁচড় দ্রুত তোমার ঠিকানা ।"

"যতো বড়ো ভাবো তুমি তেমন বিশাল নয় ঘনিষ্ঠ পৃথিবী ।
এই চেনা রাস্তা বেয়ে যত দূর যাই কেন ফিরে ফিরে আসা তারে
অন্তঃশীল টানে ।
দুঃখের বলয় ঘূর্ণী, সপ্ত সিন্ধু পিছে রেখে একই ঢেউ
ঘাটে আনে আবার তরণী ।
রমণীয় জনস্থান : আলোকিত উপস্থিতি , ছাড়াতে না চায়
সঙ্গ লাগে এত প্রিয় যাকে—
তার ছন্দে বাঁধা পথ বিচ্ছেদের বাঁকে বাঁকে,
তার মুখ মনে নিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসি আমেরু নিখিল ।"

প্রেম

প্রেম কি তাপের দীপ্তি।
বাগিচার কণ্টকিত শাখা দেহ উদ্ভিদ-খাক।—
অনশ্বর কান্তি তবু রূপ-বাঁধা যুগে।

অসাড় কঠিন হিম…
সব দিকে জড় মৃত পদার্থের ভার:
পাড়ায় শতাব্দী ধরে মেরুপ্রদেশের মত
প্রেম কি উত্তাপ।

বিদ্যুতের মত দেখা
রাত্রির সাঁকোর প্রান্তে।
অন্ধকারে একবার উত্তপ্ত চুম্বন।
বিচ্ছেদের শূন্য হ'য়ে ক্লেদহীন তাই গান,
বসন্তের এত ফুল, স্নেহময় কুসুম সুরভি।

অপেক্ষা

ভেনিস বাতাসে কিছু আছে সম্মোহন :
গোলাপী শহর সাজে সান্ধ্য অভিসারে ,
প্রণালীর জলে নৌকা, নৌকায় গায়ক ।

আসবে দিয়েছে কথা পুলের উপর
উড়ন্ত আঁচলে রাত্রি নক্ষত্র ছড়িয়ে ।
আরণ্য আমার বাহু আদিম সন্ধানে
মদির সৌরভ তাকে
নেবে ঢেউ আন্দোলিত নৌকার জগতে

ঝেলম

তুষারের নীচে খর স্রোত অন্তঃশীলা :
• উপত্যকা পৌঁছে হয় প্রগল্‌ভ নদী—
যার 'পরে সপ্ত সেতু, চেনারের গাঢ় ছায়া,
শিকারায় রক্ত এবং যুবতী-যুবকে।

নৈঃশব্দ্যের স্তর থেকে আবেগ স্পন্দন টেনে
বহাও সংক্ষিপ্ত গান তরঙ্গিত প্রেম॥

নিসর্গ নিপুণ অতি

নিসর্গ নিপুণ অতি ছোঁড়ে পুষ্পবাণ ;
শূন্যে তুলে ধরে যেন মুক্ত স্তনচূড়া ;
সঙ্গমের কিছু উন ফেনিল ঘূর্ণির টান
উর্মিল সিন্ধুর।

প্রকৃতি সমুদ্র ছাড়—
বালকের মতো রূপ এক ত্রয়োদশী
উন্মাদনে ভরে দুঃখ আমার যামিনী।

নিছক লিরিক

একটি হাসিতে কাঙাল করো আমাকে।
মুমূর্ষু রাত : আঁধার তারাও
আলো দৃষ্টির সায়কে।

ঝুলঝাড়গুলো গান শোক নাচে—
পাপড়ির মতো লিরিক কথাও
আঙুলের মৃদু আঘাতে।

নির্জন তীর : বিদ্ধ সময়
নত হবে ধীরে রঙিন মৃগ
ছড়াবে ছিন্ন উৎসুক ঠোঁটে

ক্ষণকাল যেন ছুঁয়ে চিরকাল

অদৃশ্য ফাঁস অস্থির হাতে
চোখ মেলে যাবে বালক প্রেমিক
বিকল্প নাকি মৃত্যুর।

পাতঝর

একটানা পাতঝর। চুম্বনের মতো পড়ে
অঝোর সবেবাঙড়ো রামাল চিকন চুলে।
এতক্ষণ সোহাগা-গলানো রোদ : ঝোরায় গাহনে নেমে
জল ছুঁড়ে শঙ্খক্রীড়া ; মন্ত্রবলে আচম্বিতে
ভল্লুককে করা দ্রুত তরুণ মরাল।

এখন কবিত্বময় বিষণ্ণ বিকেল। সখ্যতা জানায় হিম
পাহাড়কে উপত্যকা, জলপ্রবাহকে সাঁকো, সৌপষ্ঠ্যকে চপল বর্ণিমা।
নাচে ডেকে নেয় পাতা সৌন্দর্যের পতনের মূর্ছনায় :
বলে দ্যাখো, ইচ্ছা করো, ছোঁও
আসন্ন তিমির-টানা শোভন শরীর।

প্রতিবাদ

পাঠক দেখুন, আমার সযত্ন শব্দ-রচিত কবিতা
কে এসে কেবল কাটাকুটি করে ; কী দুঃসাহস !
ছুরি দিয়ে কাটে ; (যেন কত জ্ঞানী)
খুব করে তা-ই চালুনিতে নেড়ে
আঠা লেপে লেপে জোড়ে খুশীমতো ।

বিস্ময়ে দেখছি এই পংক্তি
আচড়ায় রূপ সময় হটে ।

সমতল উপত্যকা ছুঁড়ে ফেলে এলে বন্ধু
চাঁদিনী শিখরে।

নিস্তার তবু কি মেলে।

আকাশ-উপুড়-করা স্ফটিক আয়না ছাদে
উৎসুক বীতনিদ্র প্রাক্তন প্রেমিক :

আপনার ঔদাসীন্য কবেকার প্রত্যাখ্যান
ভয়ংকর পিছে ধাবমান।

প্রিয়জনের প্রতি

ম্লান হয়ে যাবে রূপ, রূঢ় হবে এই কণ্ঠস্বর ;
অভাব দাঁড়ালে দ্বারে, দেখবে, জানালা দিয়ে
যাবে ভালোবাসা।
খুঁজবো ফিকির কত ঠকাবার, ব্যবহার ক্রমশ পরুষ ;
আমার ভিতর হবে পশুর আবাস।
দেখা হয়ে যায় যদি, জানবে, তখন আছে
শুধু অভিমান।
বসন্ত সেদিন ফাঁকি—মেলার আতস বাজি
আমার আঁধারে।

বিস্ময়ের বিদীর্ণ মুহূর্ত

তুমি ইচ্ছা করা মাত্র
বৃষ্টি থেমে গেল :
এক নীল আবহাওয়ার
পত্রালি-নিবিড় চৌমাথায়
যেন সব জীবন নিশ্চল করে দিয়ে,
বিস্ময়ের বিদীর্ণ মুহূর্তে
সমস্ত কালের মতো
বন্দী হলে তুমি।

নিসর্গ সবুজ

নিসর্গ মধুর
তুমি না জড়ালে।
ভূস্বর্গ নিকট,
রাত্রি বাসিহাসে।
নক্ষত্র-শিখার
ঝমিক শিহরে
আকাশ কক্ষে
তোমার আসরে।

নিসর্গ সবুজ
সবুজ পাহাড়,
করেছে হরণ
বিবশ আমাকে।
নিবিড় বীক্ষণ
আরূঢ় শিখরে,
দীপ্ত বাসিন্দার
তোমার প্রণয়।

ভূবর্ণ মলিন
তুমি না জড়ালে,
নিসর্গ প্রকৃত
তোমার শরীরে।

তুগ্‌লকাবাদ

সময়ে আক্রান্ত দুর্গ
তুগ্‌লকাবাদ :
প্রাচীর পরিখা স্তম্ভ—স্তম্ভের শৌর্যের ব্যর্থতা।
শূন্য বাপী, নিকষ সোপান বেয়ে ছায়া-সুন্দরীরা নামে স্মৃতির গাহনে।

এখানে পেতেছি শয্যা :
পানপাত্র ফেনায়িত, বিভ্রম নবীন চক্ষে, উদ্দাম অঞ্চল।
অত্যুজ্জ্বল নীলাকাশ প্রসারিত চন্দ্রাতপ।
পাখা পড়ে' আছে তলে নর্তক শিখীর।
সবুজে আক্রান্ত শিলা : নিঃশব্দ বিপ্লব।

নির্ভরতা জানা হল

নির্ভরতা জানা হল পীড়িত শরীরে :
আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া নখরে দশনে।
হাড্ডির শরীর হবে এমন নিকট···
এ রকম উল্কি-আঁকা রূপসী উরুতে।

পরাক্রম দেখালাম চল্লিশ বছর।
গেরিলা-লড়াই হ'ল লাল গিরিপথে।
তাহ'লে ধ্বংসের ইচ্ছা নিহিত শোণিতে :
সত্য সব বলেছিল একা নিন্দুক

এত ঊর্ধ্বে ওঠা যায় মরুপথে যানে :
ভূমিপাত বাহুচাপ যেন ক্রীতদাস।
তবে প্রজ্ঞা কেন ভোগে অজ্ঞান তিমিরে,
ব্যাধিত সবুজ আগে মাথার কোটরে।

আরশির থেকে তুমি

আরশির থেকে তুমি বাইরে দাঁড়ালে যেই
জাগলো পাগল গতি ধাতুতে পাথরে :
দেহ গ্রাস করে নেবে ঢেউ লাফালো এমন

আসতে না আসতেই রোশনাই হ'তে হিম লম্বা করিডরে
অবয়ব অন্ধকার নিংড়ে নিলো সব কিছু তোমার সবুজ।
দীর্ণ স্তন নিশা-দুর্গা সারা রাত খুঁজে ফেরে প্রথম তনয়া

ঢোকামাত্র বাংলোর থেকে আদি জঙ্গলের বুকে
ডানা ঝাপটিয়ে পাখি জাপটে ধরে শুভ্র কটি
লেপটে ঢাকে উরু :
ক্ষমতা উড্ডীন ছন্দ, অজ্ঞান তিমিরে শিখা,
নিশ্চল সময়।

মুহূর্তের কবিতা

এক

আরতির লয়ে তুমি

জ্বলন্ত চামর মেঘে

আমার কবিতা।

দুই

চার দেয়ালের বুকে

রাত্রি হল অবগাঢ়

রহস্য-বিধুরে।

এখন নিশ্চিত ভোর :

দেখে নাকি অভিজ্ঞান তোমার হৃদয় ভাঙা

পাষাণ দেয়াল।

তিন

সৈকত-বালক, যাবে সমুদ্র-সাঁতারে।

অমাবস্যা ঘোর রাত্রি

উত্তরোল ঢেউ জ্বলে সহস্র ফণাতে।

অতি শ্রান্ত দেহ আজ, বড়ো দাগা মনে :

সৈকত-বালক, দেবে স্বপ্ন-সাঁতারে।

চার

ভালো না বাসতে পারার বিষাদ

কখনো কখনো তাকে

গোপনে দুমড়ে ফেলে :

যেন উপত্যকা জুড়ে

শব্দহীন নামে হিমবাহ।

শ্যামা

নিদাঘে হিমেল দেহ, উষ্ণত্বক শীতে :
কে তরুণ শিস দিয়ে জানায় সম্মান ;
প্রেরণায় শ্রমিকেরা ছন্দোবদ্ধ চলে যায় নগর পত্তনে ।

নিদাঘে শিফন শাড়ী, ভেলভেট শীতে ।
ডানা ঝাপটায় পাখি বুকের ভেতর ;
আফিমের মতো ওঠে আমার মস্তিষ্কে তার দেহের সৌরভ ।

অনুনয়

প্রতীতি, আজকে তুমি
হলেই না হয় শীত আমার অতিথি।
এ রাতে ডাউন ট্রেনে
কী হবে ফিরে বা বাড়ী।

ফুলঝাড় চারদিকে
আমার বাংলোর :
পুলা ঘুগ পাবে, ফুলো মহুয়া।

বারাক-এ জলের তোড়
নিশীথে প্রবল হবে :
সময় আরম্ভ থেকে
নিখিল প্রণয়ী সব
যেমন চেয়েছে গাঢ়

তেমনি নিপুণ হবে, তেমনি নিকট।

প্রতীতি, একটি বার
হলেই না হয় সাথী বাংলো নিশীথে।

জাহাজঘাটার দিক থেকে

জাহাজঘাটার দিক থেকে দেখছি সূর্যাস্ত :
এখন শহর প্রসাধিত, সব গাছ নতুন সবুজ ;
জিরাফের মতো ক্রেন বোঝা নামায় জাহাজ থেকে ;
দিগন্তের সাঁকো যেন ডানা-মেলা দেবদূত ।

পলি জমে নদীর নাব্যতা গেছে কমে ।
কবে শেষ হবে ফরাক্কার বাঁধ ।
সেই আচাভুয়া পাখী ডানা ঝাপটায় বুকের ভেতর :
অন্তহীন নৌবহর—হলদিয়ার গুঞ্জন চোখ বুজে শুনি ।

রূপান্তর

দিনে যে মোহিনী ছিল রাতে সে-ই হল কি বাঘিনী :
অধরোষ্ঠে চাপ দিয়ে বিনিঃশেষে টেনে নেয় অন্তঃসার যত।
দিনে যে সোহিনী ছিল, রাতে সে শরীর জুড়ে বাজায় রাগিণী।

আরম্ভে যা ছিল খেলা, শেষে তা-ই গ্রাস করে সব :
যেন মৃত্যু তুচ্ছ করে নিদ্রাহীন শিল্পসৃষ্টি বসন্ত-উল্লাস।
দিনে যা কৌতুকে শুরু, রাতে সে সমুদ্রলীলা গ্রাস করে সব।

অনর্গল নীল ধোঁয়া

শতবার সিগারেট, মারিহুয়ানায় ঠাসা।
এক ফুঁয়ে নিভে গেল কফি-হাউসের হল্লা,
থেমে-থাকা ঘড়ি :
দুই তুঙ্গ জুড়ে ভারি পাড়াগাঁর অন্ধকার ··
মেঝের ঊর্ধ্বে ভাসে মেহগনি খাট ;
দুই শীর্ষ ঢেকে আরো সনাতন অন্ধকার···
অর্ধবৃত্তাকার সাঁকো—একমাত্র যার নীচে
বিয়ের উৎসব যেন খর দীপাবলী।

অনর্গল নীল ধোঁয়া
ফোয়ারার মত ছাড়া দেবতার মুখে।
কবিতার দুঃখে হয়ে প্রায় ভরোভরো
আড় চোখে দেখে নেয়া
তর্জনী ও মধ্যমার ঢাকের কাঠির মত
ঝলসানো রূপ।

আত্ম-প্রতিকৃতি

কে কোথায় অবিশ্রাম আমাকে ডকার দিছে তৃপ্তিহীন দূরে পলাতক।
হর্ষে নিভাড়ি হয় তরুশ্রেণী-ঘেরা-ভুরু আবদ্ধ কলকে ক্ষত মৃগপরম্পরা।
সংবাদের তীব্রতায় তরঙ্গিত সম্মোহক অনিঃশেষ পথ।

কেন এত রঙ ফুলে—গাছের যৌবন বেশ, কাকে দেবো উপহার
আনন্দের চেনার পল্লব ;
পঙ্কনির্ঝ'র তটে কেবলি মাধুরী ধারা ছাপায় অঞ্জলি।
পা দেবো কি দূরযানে পিছনে মিনতিভরা নম্র উপত্যকা।

* * *

কেউ যায় ক্লিষ্ট পথ, পিপাসার স্রোতে বাওয়া · অবলীল ছন্দ ,
যাকে পেলে সফলকাম মনে হয় উঠে যাবো ফেনায় চিত্রল আভা ঢেউয়ের শিখরে ;
অধর চুম্বনে তার গলিত শবের গন্ধ, ক্রিমিকীট—তবু লোভনীয়

উন্মোচিত ছদ্মবেশ, এক-এক খ'সে পড়ে নিপুণ মুখোশ।
উলঙ্গ হৃদয় থেকে প্রাক-পুরাণিক শিক্ষা—স্বপ্ন পালে পাল।
একটা বেহালা ছেড়ে তিনটি সাধক পাখি চালায় পাহাড়।

কে রোধে তোমাকে আজ, হে কল্পী, দক্ষ হাতে ছুটে আসো
শীত-নীল শিখার শরীরে,
এক-ই প্রদীপ মুখে সহস্র শিখার নৃত্য তোমার নিয়তি।
সম্মান তোমাকে দেবে আদিম বেশাক্ষ এই মুক্ত তলোয়ার।

* * *

চাই না নির্বাণ, দেব, উদাসীন মোহমুক্ত স্বপ্নহারা ঘুম ,
ঘিরে থাক দুঃখ আর তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষায়,
প্রাণে হানো নিরন্তর প্রবাস-বেদনা :
বেদনার অগ্নি থেকে অম্লান কবিতা।

তুমি থাকো কেন্দ্রে স্থির প্রেরণায় মূর্ত শিল্প—হে বিজয়ী মায়াবী বালক,
বিস্ময়ের টান চোখে, প্রীত হাসি মুছে দেয় যুগের বিষাদ।
তোমাকে মিতালি দেবো অনুরাগে রাঙা রাখী, গানের ফসল।

•   •   •   •

সুন্দরীর কান্তি পুড়ে গাঢ় হ'ল দিগন্তের সূর্যাস্ত মহিমা।
নক্ষত্রের পুঞ্জে পুঞ্জে রাত্রিময় অনশ্বর বিমুক্ত কলাপ।
হৃৎপিণ্ড অগ্নিশিলা সময়ের পরাক্রমে মসৃণ উজ্জ্বল।

জল-মহলের ঘাস তুলে এনে বসিয়ো কবরে।

এবার আমরা

চাইরিল আনোয়ারের স্মরণে

এবার আমরা ক্লান্ত হবো,
নিশ্চিত হতাশে ছিঁড়ে দেব আমাদের
সকাল বেলার উত্থিত পাখীরা ডাক শুরু করবার আগে :
এই একটি রাত্রির কাছে আমরা কি
বড়ো বেশী চাইছি না।
সত্য বটে, তবু নষ্ট আমরা এখনো,
ফিরে পারিনি যথেষ্ট দুঃখনে,
রক্ত এখনো ফেনিল ফুটন্ত।
বড়ো বেশী চাইছি আমরা এই একটি রাত্রির কাছে

যখন আমার সময় আসবে
আমি জানি চাইনা কারোর ক্রন্দন
এমনকি তোমারও না...
যদি বুলেট আমার চামড়া ভেদ করে
তবু আমি চলতে থাকবো
কিছুর পরোয়া করবো না আর,
আমি যে বাঁচতে চাই এক হাজার বছর।

কলকাতা

কলকাতা দ্বীপ মানচিত্রের নীলে :
ভাগাভাগি ক'রে সৌধ মানুষ, শব্দ ও শূন্যতা

সবুজ শহর অবক্ষয়ের স্রোতে :
বসন্ত নামে গুল্মোর ছেয়ে, কৃষ্ণচূড়ায় দীপ্র ;
বেহাক্ক পাঁচে বৃষ্টি বিজলী —বাড়বাড়ন্ত রূপ
(হৃদয়-ক্ষরিত বৃষ্টি শহরে অবিরল জল-ঝারি)
ময়দান পীত হেমন্ত লীন
প্রাণিত সেই নতুন কল্প, আমাদের শত দুই স্বপ্ন
ভেসে ওঠে কুয়াশায় :
বেহালার ছড়ে অন্ধ বাদক বুনে চলে নীল গাথা

আধখানা নারী-আধেক-জন্তু বিরাট মূর্তিতলে
স্বপ্নচালিত আকাঙ্ক্ষা ঘোরে বংকিম ছায়া ঘেঁষে ,
বানর-গ্রন্থি শরীরে বসিয়ে পুনর্বপি যৌবন
অবলীলে ছানে সুরঙ্গমার ঠোঁট-স্তন-যোনি-মন

চূর্ণ কফির গন্ধে উজল দোকানের জনপথ
কলার উঁচিয়ে রাজকীয় ডাঁটে হেঁটে যেতে দ্রুত বাঁকে
বিমুগ্ধ ভিড়ে বেদেনীর যাদু নাচায় কামানো সাপ

দিগন্তে সাঁকো একাগ্র হ'ল—ডানা মেলে দেবদূত।
বুকের ভিতর ভাঙে গড়ে বাড়ী,
ধাবমান ঘোড়া, গর্জিত ইঞ্জিন ,
পাড়াগাঁর প্রেমে প্রগলভ হাসি সমুচ্চ চতুরালী ,
কটকা বাজারে যা কিছু খুইয়ে অন্ধ প্রমাদ গুণ।

আমি স্পষ্ট নাটকের

আমি স্পষ্ট নাটকের চরিত্রের আধারে সেঁধোই আরো
যত না গভীরে যাই আমার পাতাল ঠাণ্ডা নষ্ট জীবনের
শিল্প এক সর্বগ্রাসী কখন বসন্ত যায় সংক্ষেপিত বেলা

আমি অবচেতনার কথা মতো চলে নিয়তির মেনেছি বশ্যতা
কিন্তু প্রেম যশ সব অন্তঃসার শূন্য এই শোকগাথা পুঁথি
স্বভাব ছাড়ানো দায়। বাকি রেখে বলি কোন সন্তানসম্ভবা বয় ছেলে
কিংবা মেয়ে

বন্ধু খুঁজলাম আমি পদার্থের স্তূপে লাল এক ফোঁটা প্রাণ
নৈকট্য আঁধারে ব'সে বলা যায় যাকে সব দুঃখের কাহিনী
ব্যাখ্যা চেয়ে দিনরাত আমাকে যে করবেনা নিষ্ঠুরক হত্যা

রূপসীরা রাতারাতি হ'য়ে গেছে দেখি হাসপাতালের নার্স
নিবেদিত প্রাণ নাকি, মুমূর্ষুর ঠোঁটে শুধু পায় আজ চুমা
বাঁচবে না যারা আর—নিজেদের একচোট গর্ব নিতে পরে

মেঘ আজ সমুদ্যত বঙ্গোপসাগর থেকে দলে দলে জোটে
দেখে নিচ্ছে ভালো করে মজা পাতা ইস্তাহার কখন ওড়াবে
আমি জানি গলা আঁটে কী ভাবে করবে পণ্ড আমার ছুটির অন্তো
শেষ সন্ধ্যাটাকে

তুমি যদি মূর্ছা যেতে সেদিন আমার বুকে উত্তেজনাভরে
আমি যদি চাইতাম হাঁটু ভেঙে অন্ধকারে সমগ্র তোমাকে
শিলনোড়াকে ছেড়ে ফেলে জীবনকে সরাসরি বলা যেত 'রাজী'

পকেট-আয়না মেলে চুপিসারে যদিও আজ দেখি নিই মুখ
শুধু রায়বেশে নয়—তোমার বিবাহে আমি উদোম নাচবো
ভুলো না ঘুরোতে চাবি, ওগো বধূ, ওগো বর, শোবার প্রাক্কালে

অপহরণের ঠিক উপযুক্ত সন্ধ্যা ছিল আর এক দিন
ধোঁয়াশার কলকাতা : জিরাফের মতো ক্রেন সমুচ্চ প্রস্তুত
হৃদয়ে তখন এল দার্শনিক কবিতার কেন যে বিষাদ

সুটকেশ-ভ'রে-আনা গৃহস্থালি পেতে আছি হোটেলের ঘরে
টেবিলের ফুলদানি, চায়ের কেটলি কাপ, তোমরা কি একমাত্র
বিশ্বাসভাজন
সম্মান পালন করে আমার প্রেয়সী আজ ঈগলের নীড়ে

অনুকম্পা হবে আজ তুমি যদি ছাখো এসে আমার পতন
জ্যোতিষ্কের মতো নয় পরাবলয়িক পথে আকাশ ধাঁধিয়ে
দলত্যাগী অনুগত গুলি বিঁধে পড়ি আমি আবর্জনাস্তূপে

শাপমোচন

অন্ধকার কঠিনতর।
এক ফুঁয়ে নিভিয়েছি সম্ভোগের রক্তশিখা,
চব্বিশ বছর ধরে পরাক্রম উন্মাদনা।

আজকে শাপান্ত হবে ঠিক বারোটায়।
ফিরে আমি পাবো আত্মা স্বচ্ছল নিভার
শয়তান চলে যাবে বোঝা নিয়ে শুষ্কতার।

বেদনায় অনুপমা হয়ে
ভালবাসা বসে আছে অবাক অলিন্দে।
উল্কি-আঁকা এই দেহ উৎসর্জন হবে।

অজ্ঞান তিমির থেকে ডানা মেলো দেবদূত
রূপগুলি ছন্দগুলি আমার সত্তায় যেন
নামে প্রাণঢেউ।

অনুক্রম

লেবার্ণম ছুঁয়ে আছে ঈষৎ বিকেল

মুখখানা রাঙা ক'রে তুমি কেন ব'সে থাকো চুপ

গজিকায় পাখা মেলে চক্রাকারে উঠে লঘু দেখছো কি

কলকাতা

ঝাড়-লণ্ঠনের আলো মগজে বিষম দোলে, গ্লাস-গেলাসের ছটা

ততোধিক তাপ

একেবারে সমর্পণ—মেনেই নিয়েছি আমি আমার নিয়তি

ফাটা রেকর্ডের মতো তোমার মন্ত্রবাক্যগুলো কানের গোড়ায় বং

ক্রমাগত বাজে

কী দিনে তোমার রূপ এমন বিষণ্ণ, ম্লান, এবং দার্শনিক

বাঁদর কিংখাব ছেঁড়া মালিকা-খচিত সেই কোথা পরবারি

টেনে নিয়ে যেত পরী কিছুতে গেল না রাখা সেইটা মায়ের সঙ্গে

হাতকড়া দিয়ে ক্রুশে হয়েছিল বাঁধা

না হয় লিখেছি পদ্য দু-চারটে লাল-নীল, কিছু কারুকাজ

পানামার ধোঁয়া টেনে দিয়েছি সকাল-সন্ধ্যা বেবাক উড়িয়ে

চাঁদকে হটাতে যুদ্ধে সারারাত কালীপুজো আমার পোষায়।

ভিতরের প্রেক্ষাপট এ রকম শূন্যময়, ঠাণ্ডা নিরুৎসুক

আমি চাই, আশা রাখো—ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ-ঘর ভূমিতে প্রদেশময়

ছড়াবে প্রতিভা

দুর্গাপুরে শিল্পোত্থান আবার কাঁপাবে এই সাধের শহর

কিউবার নবাগণ রাতারাতি এনে দিলো খোল ও নলিচাশুদ্ধ সমূহ বদল

পেলে না তাতেও তুমি শিক্ষণীয় কিছু ?

প্রেমের-বেগে শুধু রক্তপায়ী জীব পাখী তোমার হৃদয়ে
আসে কবোষ্ণ তৃষ্ণায়

অন্তত এটুকু স্পষ্ট—তুমি নও র‍্যাঁবো কিংবা আমি ভেরলেইন,
পকেট পশমে ঠাসা···দু একটা পড়ে' গেলে যা রাখতো নর্তকীরা
কাঁচুলিতে গুঁজে।

যন্ত্র-মানবক আছে, যোগায় কবিতা

খেলা যাক দাবা তবে উত্তরোল তেজস্ক্রিয় সমুদ্র-কিনারে
বসে পড়ো মুখোমুখি পশ্চিমা ছটায় এঁকে কেশের বাহার
যতক্ষণ না পৌঁছোয় রেশমের ফাঁস হাতে সেই প্রচারক

যদি ঘুমে ছিঁড়ে পড়ে

যদি ঘুমে ছিঁড়ে পড়ে মাথা—
নিদ্রিত আমাকে ঘিরে
নৃত্য কোরো সারা রাত···
থামিয়ো না নাচ,
অয়ি বিমুক্ত ডানার তন্বী শ্রেষ্ঠ ব্যালেরিনা।
স্বপ্নের ভিতরে পাবো
উল্লোল সমুদ্রতটে মৃত্যুহীন নাচ।

কখন পাথর খসে গেছে

কখন পাথর খসে গেছে
তোমার আংটি থেকে :
হা-হা করছে গহ্বর।
কে ফিরিয়ে দেবে
অসম্ভব ভালোবাসা অসাধ্য প্রণয়।
বিদ্ধ কম্পমান হৃৎপিণ্ড
তেজস্ক্রিয় ঝড়ে।

যদি জেগে ওঠো

তুমি কথা বলো কম—
তবু তো রহস্য থাকে।
অনাবিষ্কৃত জগৎ
চেষ্টা করছি নামতে খনির গভীরে :
কী আছে যথার্থ
চাপা স্বর কেবল পাথরে, ধোঁয়া, প্রতিধ্বনি।

যদি বিস্ফোরণে
একবার জেগে ওঠো শিলার শরীরে।

সমুদ্র জাগায় মনে

পিছন সৈকত শেষ হয়েছে হঠাৎ একটা বিন্দুতে :
এখন আমার আর সমুদ্রের মধ্যে কোনো বাধাই থাকে না।
কাছে-দূরে কটা জাহাজ অপেক্ষা করে বার্থের জন্য :
ছোট নৌকাগুলো ব্যস্ত ট্রানজিস্টার ঝর্না কলম
নিষিদ্ধ ছবির চোরাই-চালানে।
সমস্ত বন্দর যেন নাবিকের চোখে সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠহার।

প্রহরের সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশ বাড়ছে সমুদ্রের,
বাড়ছে কেবল মনস্তাপ।
কেন মনে পড়ায় সমুদ্র
কবে ছেলেবেলায় প্রজাপতি ধরে-ধরে আলপিন
দিয়ে গেঁথে রেখেছিলাম কাঁচের বাক্সে,
করতল সমর্পণ করিনি উন্মুখ অথচ নীরব কাকে,
আমার আগামীকাল কেন দুমড়ে ভেঙেছি নিজে,
কীসের জন্য এ কবিতা—পাথরে আছড়ে-পড়া ঢেউ,
ব্যর্থকাম।
সমুদ্র জাগায় মনে
পাবে না স্বরূপ খুঁজে, বন্দর প্রেমিকা নেই,
রয়েছে বিশাল এক বিপরীত বিরোধী জগৎ।

একজন

পাছে একঘেয়ে হয় শেষটা আমার মত
তাই তোমাকে এড়িয়ে চলি আজকাল।
রকেটের মত হু-হু ছুটে গেল দিনগুলো।
শীতের দুপুরে তুমি খেলায় নামলে মাঠের টিকেট
খুলে যায়—দেখলাম :
তোমার ক্রিকেট ব্যাটে জাদু আছে কি, কে জানে।
নিশ্চয় স্বপ্নের মধ্যে চালাও মোটর গাড়ী,
ট্রিক বা চাবুক?
ছুটির শেষের রাস্তা-শেষে আসে বাংলো ঝাউ-ঘেরা

আড্ডায় বুলেট তাস পড়ে কেবলই তোমার হাতে,
হাসি ছুঁড়ে যায় ফুল বারান্দার বুলেট মেয়েরা.
বসুক বিলেন ছেলে, জানি কার মেয়েদের দিকে
তাকালেও লাল হয়ে যায় মুখ।

পাঠ্য বইয়ের নীচে রেখে যে পড়েছে এত উপন্যাস,
লেকের সাঁতারে দম বন্ধ করে বাঁচিয়ে দিয়েছে
আনাড়ীকে···
সে-ও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায় না খুব বেশী দিন।

এ সময় মনে

এ সময় মনে নাগিন হ্রদের হাওয়া
মোহিনীকে তুলে ছন্দে শিকারা-বাওয়া
সোহাগমদির উজাগর বিভাবরী।

আজকের মত চড়াই-ভাঙার শেষ
অদূরে বাংলো—পাহাড়ের খাঁজে আশা
ঝলসানো মুগ দেব-বালকের হাতে ;

সব যে রঙিন এখন যুবার চক্ষে
নেমে-আসা-চাল গোল-পাতা-দিয়ে-ছাওয়া,
শীতল পাটিতে প্রস্তুত কন্যার
ক্ষিপ্র সমর্পণ।

জাহাজ ভাসলো লাল সাগরের স্রোতে
অকুলান তবু তীরের প্রণয় আজ
চুমো ছুঁড়ে যায় নাবিক-প্রিয়ার দল

কাছের সমুদ্র শুধু

কাছের সমুদ্র শুধু জাগায় অভাব।
জন্মার উত্থানময় দেখি ঢেউ অবিরল
নিস্তব্ধ শব্দের রাশি আছড়ায় পাড়ে।
সঙ্গমের মতো স্নানে এতখানি পরিশ্রম
যা দিয়ে এনেছে বাল্য, শিকারী মেয়ের হাসি
অন্ধকারে দ্যুতি,
বিচ্যুত আত্মার ফেরা নিষিদ্ধ জগতে।
যেন টান অকস্মাৎ
তীর চুষে নেয় স্মৃতি ভঙ্গিল তরঙ্গ-ফেনা :
নিদ্রার ভিতরে আদি মেঘের গর্জন ··
অন্তহীন নৌবহর, অগণন শঙ্খকণা
পৃথিবীর ফেলে
ঢেউয়ের মাথায় ক্ষিপ্র জমাট আঁধার :
মুনিয়া পুরুষ-মেয়ে বালির চত্বরে
তারার আলোয় করে মৃত্যুহীন নাচ।

মাত্র একটি শব্দের উচ্চারণে

এক

মাত্র একটি শব্দের উচ্চারণে
এখনি নিভিয়ে দিতে পারি
এই সব পাহাড় জাঙাল উপত্যকা,
যুগল চুড়ার ফাঁক-দিয়ে-দেখা
চিত্তার সবুজ জল, ডানার বিদ্যুৎ।

দুই

যদিও আজকে
তোমার যৌবন
আস্বচ্ছ নিচোলে
অতি জাগরূক···
তুমি এতদিন
করেছ যে খেলা
হৃদয় বিহীন,
নিস্পৃহ উদাস
নিসর্গ জানে কি
অই প্রতারণা।

তিন

এমন বসন্ত কালে
পারি
মন্ত্রবলে মুছে দিতে
লেগুন বেষ্টিত দ্বীপ—তোমার প্রণয়

অশান্ত ডানার প্রেম

অশান্ত ডানার প্রেম তোমার তরল হাতে

এখন বিশ্রাম।

আড়ায় ফিরেছে আজ পাখির চত্বর :

গুঞ্জন নিনাদ দূরে রকেট ছোড়ার।

পালক করেছো এই রাত্রির মতন।

সমস্ত পুলিন নৃত্য মুদিত পল্লবে :

সৌন্দর্যের মতো স্পর্শ, স্পর্শের আয়ুতে

কাঁপা সঙ্গীতের বেগ।

একটা শীতল করে আছে তো আবেগ।

কিংবা আশা যদি থাকে অতৃপ্তির টানে।

জানবে না, অত্যধিক বেগ নিয়ে

আসে বিকম্পন।

প্রকাণ্ড ওখানে আগুন জ্বলছে

প্রকাণ্ড ওখানে আগুন জলছে গোল হয়ে
পাতা পোড়ানোর উৎসব
একটা বছর শেষ
রেখা বেয়ে যতটা সম্ভব ছুঁয়েছি উচ্চতা
অনুরাগ না-ই থাকলো তোমার কবিতার প্রতি
আমি চেয়েছি মিশতে সাধারণভাবে

ছিল ঝড় বজ্র সমুদ্র আগুন দেবতার মতো
প্রচণ্ড শক্তির খেলা
অন্তত রেখেছ আস্থা শক্তির উপর

আস্তে আস্তে পা গুটিয়ে ডানায় উড়লো প্লেন

গিয়েছে বসন্ত উবে, ভিতরে বাইরে গান ছিলে কি প্রস্তুত
শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, অবতো কন্যার বাণী টেপরেকর্ডারে
দেখলে না, উঠে এল বুনোলতা শুধু তাকে ঘিরে

স্বপ্নের ভিতরে ঘোড়া···ঘোড়াই তোমার মতে শ্রেষ্ঠ জানোয়ার

বাঁ দিকের দিল্ বসে গেল অবাক প্রথম দিন
চার তিন দুই এক···ভারী হয়ে আসা সময় মিনিট অপেক্ষার
বন্ধুত্ব এনেছে টেনে আমার শূন্যতা

মনে হয় মিউটিনির রাজপুরুষের কঠিন নির্দেশে
সাঁকো থেকে অন্ধকার গোমতীর জলে
ফেলে দিয়েছি নিঃশব্দে পাণ্ডুলিপি সমস্ত আমার
এখন উচ্ছৃত শোক তোমার নিকটে

যেন তুমি নৌকার চালক কিংবা মুক্তার ডুবুরী
যা দেখছি
হয়ে যাবে রাতারাতি অফুরন্ত তেল ভরা
কুয়াইত দেশের অধিপ

সমুদ্র সমেত লাল সৈকত নাচিয়ে দিলে মায়াবী প্রতীক
এমন নিমগ্ন থাকো আয়নার রূপে
বাষ্পের মতন কেন অন্তর্দৃষ্টি ফেলছে ঢেকে পাহাড়গুলোকে
যন্ত্রমানবক নয়···প্রগাঢ় সম্পর্ক তা-ও হয়তো ভঙ্গুর
এসেছি যেখান থেকে আমি ফিরে যাবো সেই উৎস কবিতার কাছে

যেন তা নিজের কাছ থেকে মুক্তি
আমি যাবো গান গাইতে গাইতে
নিঙড়ে নিয়ে উজ্জ্বলতা সমস্ত তোমার
এ দেহটা ফেলতে পারবো সহস্র শয্যায়
বেশ ঘোরা যাবে পৃথিবীর অন্ধকারতম নগর-পল্লীতে

এখনো নিজেকে ভাবি না

এখনো নিজেকে ভাবি না দ্বীপের মতো
যে কেউ সামনে থাক, তার সাথে নয় রশি ছুঁড়ে সেতু বাঁধা
যে যার এগিয়ে চলে কক্ষপথে
কেউ বসে থাকে না কারোর জন্য

খাবারের খুবই অভাব দেশে
হাওয়া উঠেছে জোর
তবু টানা চোখ এখনো ছাড়িয়ে যায় মুখপট
ঘড়ি দেখে নিই· এতক্ষণে নিশ্চয় রকেট পৌঁছে গেছে
আস্তে করে চাঁদে

নিম্নভূমি দুলে ওঠেনি এখনো
গাছপালা সব যে যেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে
কই বিশ্বাস হনন করে আমি দিব্য এখানে

বাতুল বসন্ত আজো থর কলকাতায়
ঢেউয়ের দাপট সে কি অলিতে গলিতে
নেশার শিখরে যদি মনে করি এখন সম্রাট
তাহলে সবাই প্রজা কত অনুগত
ফকির ভাবলে ফের হই নিঃস্ব সহজ উদাস

স্তন পাছা ছুঁলে এখনো বিদ্যুৎ খেলে
নয় একঘেয়ে ততো এই কাপড়-পিরান কাড়াকাড়ি
চটকাচটকি খুনসুড়ি
যায় গর্ব করা : 'প্রেম চুমো খেয়ে আজ মেরে ফেলবো তোমাকে'
আজো তেজ : 'উন্মাদ সঙ্গমে দেখো হত্যা করবো তোমাকে'

এখনো নিজের কাছে নই বিশ্বাসঘাতক
করিনি নিজের সাথে প্রতারণা
দাড়ি ধরে ছুঁড়ে ফেলেছি না হয় সবই আমার
কে পরোয়া করে অদৃশ্য ছুরির
শুধু পছন্দমাফিক সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে
একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া
কী এমন মন্দ

যেহেতু শেষে তো সব সেই
ঝিনকি চিকি ঝিনকি চিকি তাসা পার্টির নাচ

উলঙ্গ যুবতী ছিল

উলঙ্গ যুবতী ছিল অবিকল গুহামানবী :
লম্বা চামর চুল ঈষৎ ঝাঁকিয়ে
যে পারে দরকার মতো নিজেকে ঢেকে ফেলতে ;
দেখলাম, তেমনি অতিথি-বৎসল ।
জানা ছিল না শরীরের কোন্ অংশ স্পর্শে
বেশি স্পন্দিত হয় ;
শুধু পরমাণুর ক্রমাগত সমন্বয় থেকে যেমন
আচমকা প্রাণীর সৃষ্টি—
সেরকম ভরে উঠলো শূন্যতা ,
দুটো হাতের একখানা পাছায় অন্যটা পিঠে রেখে
আমি আবেগভরে চুমো খেতে খেতে
জানলাম
সব বিবর্তন সহস্র শতাব্দীব্যাপী প্রগতি
তার পায়ের কাছে শান্ত হয়ে আছে ।

দিনে সে-ই ফের

রাত্রে সেই আপাতকুমারী ছিল চিরন্তন লাস্যময়ী
প্রিয়া।
কামে তীক্ষ্ণ লাল নখ অভিজ্ঞান কেটে এঁকে
নিপুণ ভঙ্গিতে
জরার সর্বাঙ্গ-ভার লিপ্সাতুর নাগরের খসালো
চকিতে।

দিনে সে-ই ফের সভয়ে আয়না থেকে আপনাকে
দূরে রাখে
কর্কশ রোদ্দুরে জ্বলে দানোর দৃষ্টিতে ভরা
আরশির পারা।
একমনে ভাবে সন্ধ্যা অনন্তের কথা ভাবে সমুদ্রের
কথা :
জলরাশি চূর্ণ ক'রে কেমন জাহাজ চলে দূর
অন্ধকারে।

আগন্তুক

উৎসবের বাজনা, হল্লোড় আর ধোঁয়ার ভেতর
প্রথমটা কেউ বুঝতেই পারেনি সে কখন এসে গেছে।
হঠাৎ একটি অতিথির মনে হল
একদৃষ্টে চেয়ে-থাকা আগন্তুক বিদ্ধ করে ফেলছে রাজাকে।
ক্রমশ দারুণ উপস্থিতি এবং কঠিন নির্দেশ
মূর্ত হল সেই বিশাল মণ্ডপে।

শ্রাবনের শেষ জলস্রোত সরে যাওয়ার মতো
থেমে গেল হাসি নাচ শব্দ।
তখন কারোর ভুল হয় না চিনতে
রেশমের ফাঁস হাতে কে অমন দেবতাপুরুষ
আর কেনই বা তার আসা।

তৎক্ষণে ভয় কাটিয়ে উঠে
দর কষাকষি করছেন সম্রাট দূতের সঙ্গে,
'বহু বর্ষ না-ই হোক, একটা বছর দাও যৌবনে উচ্ছল,
তা যদি সম্ভব নয়, দু-চারটে মাস, বিকল্পে সপ্তাহ,
কটা মাত্র দিন তবে, হা রে! দিন নয়,—বরং কয়েক রাত্রি,
অন্তত একটা রাত্রি, শুধু আজকের রাত, কেবল এ রাত।

অন্য সবাই দেখলো, নিরাবেগ সেই মুখ উত্তরবিহীন ঠোঁটে
প্রত্যাখ্যাত হয়ে এল অনুনয়গুলি।
তবু রাজার মস্তিষ্কে স্রোত চলাচল—
স্রোতে পণ্যবোঝাই জাহাজ, অনায়ও সুন্দরীর রাজহংস কৌতুক···
কিন্তু কখন নিঃশেষ-শক্তি নিজেরই অজান্তে যেন
আপনাকে সঁপে দেয় হিম- আলিঙ্গনে।

তুঁত রঙের একটা-দুটো

তুঁত রঙের একটা-দুটো তারা
তখনো ঘুমের ঘোর লাগা ঢেউগুলো
নীচের দিকটা চাপা মস্ত লাল বেলুন উঠলো ব'লে
ফট্ ফট্ করছে এমন আলো

তুমি ব'লে উঠলে কিনার থেকে—
'জীবনটা এক বিস্ময়বোধক চিহ্ন,
আর ভবিষ্যৎ প্রশ্ন-চিহ্ন।'
তোমার উপচে পড়া জলে তৎক্ষণে সেঁটে গিয়েছে আমার চোখ

বৃক্ষবলয় ছাড়িয়ে এসে একখানা সৈকত বিছানো
রোদে প'ড়ে থাকে টকটকে লাল কাঁকড়াগুলো
উচ্ছ্বাসের বেগে তুমিই পারবে পর-পর ঢেউয়ের নীচে
ক্ষিপ্র সিন্ধু পাখির মালার মতো ভেসে থাকতে

পাড়ে তোমার দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অবিকল মূর্তি
বিশাল বিশাল আয়নায় ধরে রেখেছে সূর্যকে
নৌবহর আসা মাত্র ঘুরিয়ে ফেলবে সেই দিকে

স্বপ্ন দেখছে বিজন পথ আহা অন্তহীন পথ
ঝাউবনের ভেতর সময়ের শুরু থেকে নীরব সঙ্গীত
তোমাকে সামনে রেখে আমি পিছনের দিকে নাচতে নাচতে
ঢালু বেয়ে ডুবতে চলেছি জলে

দুভাগ হওয়া ঢেউয়ের মাঝখান দিয়ে নৌকা
সমুদ্র-কোহল পান করে সাধ মিটিয়ে
সেই বিষণ্ণ সঙ্গীতময় প্রলাপ

ছুটে-আসা অগুন্তি ঢেউয়ের ফেনা টানা সরল রেখায়
যুক্ত হয়ে আছড়ে পড়ছে তটে

আর তুমি আঁধারের সঙ্গিনী আমার
ভালো লাগে ব'লে নিয়ে এসেছি তোমাকে দিবা সূর্যালোকে
যাতে লবণ ক্ষমতা ঢেউয়ে লাফ দিয়ে প'ড়ে
আবার জীবন্ত উঠে আসি

জোড়া ঠোঁট পিষে স্থায় ওষ্ঠাধর
দ্রুত স্বপ্ন বিস্মৃতির—জাগরণে ঘুম
ভূদেশের মাঝখানে সমুদ্রতীরের সুগন্ধি উষ্ণতা
অসম্ভব শক্তি ধরে আমার উপর

সব জল সূর্য তুমি অন্ধকার আলো।

সব তৈরি।
নীচে
পাহাড়গুলিতে ধক্ ধক্ করছে মোটর-বাস—
যাবে গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর।
ঘোড়ার উপর চড়া গেল
কিন্তু বাঁ হাতে অ্যাটাচি কেস্ নিয়ে
কিছুতে কায়দা করা যায় না :
গনিমেরা এগিয়ে ব্যাগটা ধরে ফেলে।
গাঁ গাঁ ইয়াপ্,
রাস লাগাতেই সাইক্লোনের মতো ছুটলো ঘোড়া।
দুঃসাহসী পরাক্রান্ত অশ্ব—
নাম 'সেনার'।
তীব্র উতরাই বেয়ে নামছে কেবল নামছে···
লম্বা গাছগুলো উঠে যায় উল্টো দিকে—
ঘোড়ার শরীর থেকে বাষ্প :
ইস্ এ সময় ঘোড়া-বরদার কোথায় গেল
গনিমেরা!
কেন যে দিলাম ওর হাতে নতুন অ্যাটাচি কেস্—
তার ভেতর নিষিদ্ধ ছবি, ভরা বোতল ফরাসী মদ, পাসপোর্ট!
পথ এতখানা কে জানতো
পা ঠুকে চাগাড় দিতে থাকি ঘোড়াটাকে
প্রাণপণ চীৎকার করে যত ডাকি,
গনিমেরা। গনিমেরা।
ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে ভারী টানা প্রতিধ্বনি···
গ - নি - মে - রা
গ - নি - মে - রা!

আকার বদলে যাবে

আকার বদলে যাবে…
অনুপস্থিতির তীব্র থেকে
পুরস্ত হয়েছে কি হয়নি স্তনের মতন ফল

স্রোত প্রতিবিম্ব ধরে রাখতে চাইছে প্রাণপণ
বিশুদ্ধ সংকেত উজ্জ্বল বাহুর
ছুঁলেই নির্ঘাৎ ভঙ্গিমার মৃত্যু

সমস্ত নিঃশ্বাস চায় বাঁশিকে জীবন্ত ক'রে
নৈঃশব্দ্য নিয়তি

লতাকুঞ্জ ছিল ভালো

জানি, বাঁশি পারো এমন বাজাতে
যার কম্পনে আমার সাঁকো ধসে পড়ে।
তামা কিম্বা দস্তা নই, চৌম্বক পদার্থ তাই টেনেছিলে
আকর্ষণক্ষেত্রে।

সেদিন যা সম্মোহন—শুধু রূপ উগ্র রুক্ষ :
আজকে সেখানে খোঁজো স্বতঃপ্রভ মন।
লতাকুঞ্জ ছিল ভালো—চাইছো আরাম।

দেখছি আমার সঙ্গে তুমি

দেখছি আমার সঙ্গে তুমি
নাচতে রাজী না
ভালোই ভেবেছ
তুমি এমন নর্তকী
মেলাতে কি পারি ছন্দ তোমার পায়ের তালে
বাজনায় দুলে-ওঠা তে দিব্য শরীর

সমস্ত বছর আমি অপেক্ষা করেছি
আজকের দিনটার জন্য
নিঃশ্বাস মিশিয়ে দেবো উৎসব হিল্লোলে
দেবো যৌবন বিলিয়ে আমি একটা প্রহরে

কিন্তু একা আজ
তুমি আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছো
এক সেকেণ্ড তাকাও শুধু—দেখো না আমাকে
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমে হয়তো পাথর হয়ে যাবো
সারাটা জীবন শুধু দিন গুনেছি
এই একটা দিনের জন্য

এমন জয়ন্তী রাত্রি বেশী ক্ষণ থাকবে না
পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে ভর করে কোথায় কোথায় উড়লো সবাই
আমার শিরায় দ্রুত বইছে গরম কালো মদ
পৃথিবীর আদিবাসীদের নৃত্যে ভরে উঠছে হৃদয়
এরকম রাত্রি পারবে না ধরে রাখতে

এসো, করে নাও আমাকে তোমার নাচের সঙ্গিনী
আমিও ধরতে জানি কোমর নিবিড় করে